[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] “[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গৃহবধূ নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের বেলতলা পাড়ায় সড়কে হাঁটার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বিলকিস খাতুন (৪৫) নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২২ জুন) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বেলতলা পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বিলকিস খাতুন বেলতলা পাড়ার বাসিন্দা বাসার আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে বিলকিস খাতুন প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বের হন। এ সময় একটি মোটরসাইকেল পিছন দিক থেকে তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক মো. জাব্বারুল (৫৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গাংনীতে আসামিদের গ্রেফতার না করায় হুমকির মুখে বাদীপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে জমি দখল, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেফতার না করার অভিযোগ উঠেছে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বিরুদ্ধে। মামলার বাদী মজিদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন, আসামিরা গ্রেফতার না হওয়ায় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তাকে ও তার পরিবারকে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ১৩ জুন ২০২৬ শনিবার সকালে গাড়াবাড়িয়া গ্রামের অফছার আলীর ছেলে মজিদুল ইসলামের কেনা জমি দখল করে প্রতিপক্ষরা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় মজিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে মখলেছুর রহমান, মো. আবুল কালাম, হেলাল উদ্দীন, বাশার আলী, লালচাঁদ আলী, হবিবর, বিল্লাল হোসেন ও মহাসিন আলীর নামে মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে মামলাটি গাংনী থানায় এজাহার হিসেবে নথিভুক্ত হয়। মামলার পর মখলেছুর রহমান ও মো. আবুল কালাম গ্রেফতার হলেও বাকি ৬ আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

বাদীর অভিযোগ, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদ মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বাকি ৬ আসামিকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। বাদী মজিদুল ইসলাম বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। ফলে আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসামিদের অব্যাহতি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এমনকি মামলার সাক্ষীদেরও তারা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।

এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাদী ও সাক্ষীদের হুমকি দিচ্ছে—এমন তথ্য পেয়েছি। বিষয়টি আমরা আদালতের নজরে আনব।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাশেদের বক্তব্য জানতে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুদাদ্দিদ মুর্শেদ

চৌধুরী বলেন, পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। আজও অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আসামি ধরা হচ্ছে না—এই অভিযোগটি সত্য নয়।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে জমি দখলের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার শেহালা গ্রামে জমির মালিকানা ও দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। আদালতের ১৪৪/১৪৫ ধারা জারির পরও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দখলচেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং বাগানের ফল সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন মৃত ইয়াসিন আলী শেখের ছেলে হাসানুজ্জামান বাবু।

হাসানুজ্জামান বাবু বলেন, স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে বিনিময় সূত্রে তাঁর বাবা ৪.৩৩ একর সম্পত্তির মালিক হন। সম্পত্তিটি আরএস ও খারিজি খতিয়ান নং-৫৩৬ এর আওতাভুক্ত এবং মোট ১৪টি দাগে বিস্তৃত। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাজনা পরিশোধ করে তারা জমি ভোগদখল করে আসছেন।

তবে আরএস রেকর্ডের সময় ভুলক্রমে তাঁর বাবার নামের সঙ্গে চাচাতো ভাইবোনদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়। এ কারণে তাঁর বাবা তৎকালীন দৌলতপুর সহকারী জজ আদালতে স্বত্ব ঘোষণার মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ১০৯/৯৩, তারিখ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩। আদালত ৬ নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখে দুই পক্ষের শুনানি শেষে তাঁর বাবার অনুকূলে স্বত্ব রয়েছে মর্মে ডিক্রি জারি করেন।

তিনি আরও জানান, সংশ্লিষ্ট জমির সরকারি খাজনা ২০২৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু চলতি বছরের ১ মার্চ তাঁর বাবার চাচাতো ভাইদের সন্তানরা শরিফুলের নেতৃত্বে রেকর্ডের দোহাই দিয়ে জমির একটি অংশ দখলের চেষ্টা করে। বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জানালে ৫ মার্চ স্থানীয়ভাবে সালিশ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রতিপক্ষ ভুল স্বীকার করলেও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে পুনরায় জমি দখলের চেষ্টা শুরু করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

স্থানীয়ভাবে সমাধান না হওয়ায় গত চলতি বছরের ১৫ মার্চ কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি ও তাঁর ভাইবোনেরা মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর দৌলতপুর মিস-১৫৪/২৬। মামলায় শরিফুলসহ ১১ জনকে বিবাদী করা হয়।চেয়ারম্যানকে অবহিত করলে তিনি ০৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে স্থানীয়ভাবে শালিশ মিমাংশার ব্যবস্থা করেন। শালিশ মিমাংশায় শরিফুল গং ভুল স্বীকার করে কিন্তু পরদিন থেকেই তা অস্বকীর করে দখল রাখতে চেষ্টা অব্যহত রাখেন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শরিফুল গং দের বোঝানোর একাধিক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আমাকে আদালতের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ১৫/০৩/২০২৬ইং তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কুষ্টিয়াতে আমি আমার ভাইবোনদের পক্ষে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করি যার নং-দৌলতপুর মিস: ১৫৪/২৬ এবং বিবাদীগণ। বিবাদীরা হলেন -শরিফুল, আশরাফুল, সাজ্জাদ, সিরাজুল, জামু, লিয়াকত, পিতা-জালী শেখ, মনিরুল ,আসাদুল, রাজ্জাক, খাইরুল, রিপন।

মামলার পর আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন এবং ২০ মে বিবাদীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন।

পরে বিবাদীরা আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য দুই মাস সময় প্রার্থনা করলে আদালত আগামী ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখ ধার্য করেন।

তার অভিযোগ, আদালতের ১৪৪ ধারা জারির পরও বিবাদীরা সংঘবদ্ধভাবে তা অমান্য করে জমিতে প্রবেশ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বাগানের আম-কাঁঠাল পেড়ে নেওয়া এবং অন্যান্য ফসল সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা ওই জমিতে কাজ করতে দেখেছেন বাদীপক্ষকে। তাদের ভাষ্য, কয়েক মাস আগে থেকে জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তারা জমিটি হাসানুজ্জামান বাবুদের পরিবারের দখলে দেখে আসছেন।

জমির লিজগ্রহীতা আক্তার বলেন, “দুই বছর ধরে লিজ নিয়ে জমিতে ঘাষের আবাদ করছি। জমিতে কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন গালিগালাজ ও হুমকি দেয়। জমির মূল মালিক বাবু ভাই আমাদের আইনের আশ্রয় নিতে বলেছেন এবং কোনো সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করেছেন।”

অভিযুক্ত পক্ষের শরিফুলকে জমির খাজনার কাগজপত্র দেখাতে বলা হলে তিনি তা উপস্থাপন করতে পারেননি।

এসময় বলেন, “কাগজপত্রে যদি জমি আমাদের হয়, তাহলে আমরা তা নেব। অন্যথায় নেব না। আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। আদালত যা সিদ্ধান্ত দেবেন, আমরা সেটাই মেনে নেব।”

বেড়া দিয়ে জমি দখলের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আগে আমাদের দেওয়া বেড়া ছিল। তারা ১৪৪ ধারা জারির পরও সেই বেড়া সরিয়ে ফেলেছে। তাই আমরা পুনরায় বেড়া দিয়েছি।”

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দৌলতপুর থানার এএসআই বিপ্লব হোসেন জানান, ঘটনার তদন্ত করে গত ৮ জুন দণ্ডবিধির ১০৭/১৭৭ (সি) অনুয়ায়ী প্রতিবেদন দাখিল করেছি। বিবাদীপক্ষরা আইন অমান্য করে আদালতে বিচারাধীন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাদি পক্ষের জমি দখল করার পাঁয়তারা করছে বলে প্রতিয়মান হওয়ায় প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে।

আদালত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিবাদীদের গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করবেন বলে আশা করি।

গাংনীতে দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়লো আওয়ামীলীগ নেতার দোকান

মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে আওয়ামীলীগ নেতার দোকান পুড়ে গেছে। এতে দোকানে থাকা রড, সিমেন্ট, প্লাস্টিকের পাইপসহ প্রায় নয় লক্ষ টাকার সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া চার রাস্তার মোড়ে জাবিদ ট্রেডার্সেএ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটির মালিক বজলুর রহমান বকুল একই এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্থানীয় সোহেল বলেন, আজ ভোরে আমি নওদা মটমুড়া বাজারে এসে দেখি বকুল ভাইয়ের দোকানের ভিতর থেকে ধুয়া বের হচ্ছে। তখন আমি ভাইকে ফোন দিয়ে জানালে তাৎক্ষণিক ভাই এসে দোকান খুললেই দেখি সব আগুনে

পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কিছু জায়গাই আগুন জ্বলছে। তখন আমরা স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলি।

জাবিদ ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী বজলুর রহমান বকুল বলেন, আমাকে আজ ভোরে সোহেল বলে একটা ছেলে মোবাইল করে বলে আমার দোকানের মধ্য দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে। আমি তাৎক্ষণিক বাড়ি থেকে দোকানে চলে আসি। এসে দেখি দোকানের ভিতর থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। তখন দোকানের তালা খুলে দেখি দোখানের মধ্যে থাকা সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর বেশ কয়েক স্থানে আগুন জ্বলছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতাই সেই আগুন নিভিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় দোকানের ভেন্টিনেটরের মধ্যে দিয়ে কোন কিছু স্প্রে করে তারপর আগুন লাগিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে দোকানে থাকা আমার ৮০ বস্তা সিমেন্টের বস্তা কেটে দিয়েছিলো দুবৃত্তরা। আর আজকে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। দোকানে প্রায় নয় লক্ষ টাকার মত সিমেন্ট ছিলো। সব পুড়ে গেছে। আমি এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচার চাই?

স্থানীয় মরজেল আলী বলেন, এই হার্ডওয়ারের দোকানে যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মানুষের কাজ করেনি। তারা অমানুষ। তাদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া উচিৎ। মানুষের ফসল নষ্ট করা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া এগুলো খুব জঘণ্য কাজ।

জানা যায়, রাতের আধারে গাংনী উপজেলার নওদামটমুড়া গ্রামের বজলুর রহমান বকুলের রড সিমেন্টের দোকান ‘জাবিদ ট্রেডার্সে’ অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনাটি ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এদিকে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির কারণ উদঘাটনে প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে।

ভালোবাসা, ত্যাগ ও শ্রদ্ধার অনন্য দিন বাবা দিবস

মানুষের জীবনে বাবার ভূমিকা অনেক সময় নীরব, অথচ অত্যন্ত গভীর। সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একজন বাবা সারাজীবন পরিশ্রম করেন, দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সন্তানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ করার জন্যই বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বাবা দিবস।

বাবা দিবসের ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের স্পোকেন শহরের এক নারী, সোনোরা স্মার্ট ডড, এই দিবসটি চালু করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মা মারা যাওয়ার পর তাঁর বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন স্মার্ট একাই ছয় সন্তানকে লালন-পালন করেছিলেন।

বাবার সেই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কথা মনে রেখে সোনোরা চেয়েছিলেন বাবাদের সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ দিন থাকুক।

১৯১০ সালের ১৯ জুন প্রথমবারের মতো স্পোকেন শহরে বাবা দিবস উদযাপিত হয়। ধীরে ধীরে এই উদ্যোগ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে জাতীয় স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছিল অনেক বছর। অবশেষে ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন জুন মাসের তৃতীয় রোববারকে জাতীয় বাবা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে জুন মাসের তৃতীয় রোববার বাবা দিবস পালিত হয়। কোথাও সন্তানরা বাবাকে উপহার দেয়, কোথাও শুভেচ্ছা কার্ড পাঠায়, আবার কোথাও পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে বাবার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তবে উপহার বা আয়োজনের চেয়ে বড় বিষয় হলো বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করা।

আমাদের সমাজে বাবারা অনেক সময় নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁরা নীরবে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, সন্তানদের

নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেন।

তাই বাবা দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিবস নয়; এটি বাবার অবদানকে নতুন করে উপলব্ধি করার একটি সুযোগ।

বাবা হলেন পরিবারের বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়ায় সন্তানরা নিরাপদে বেড়ে ওঠে। তাঁর কঠোরতা সন্তানের শৃঙ্খলা শেখায়, তাঁর পরামর্শ জীবনের পথ দেখায় এবং তাঁর ভালোবাসা আত্মবিশ্বাস জোগায়।

তাই বাবা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জীবনের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে একজন বাবার নীরব ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে।

বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন না হলেও, বাবা দিবস সেই অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করার একটি সুন্দর উপলক্ষ।

এই দিনটি আমাদের শেখায়, যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ হতে পারে। তবে কোন বাবাই খারাপ না। পৃথিবীর সব বাবাদের কুর্ণিশ।

গাংনীর বাহাগুন্দা মৌজা কেটে ইসলামনগরে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার অংশ কেটে মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাহাগুন্দা মৌজার একটি বড় অংশ ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে সাধারণ মানুষকে জমি রেজিস্ট্রি, নামজারি, খাজনা প্রদান, ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশোধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাহাগুন্দা মৌজার মানুষ গাংনী উপজেলা প্রশাসনের অধীনে ভূমি-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে একই গ্রামের মানুষকে জমির অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয়ে যেতে হবে, যা তাদের সময়, অর্থ ও দুর্ভোগ বাড়াবে।

বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিল করা জরুরি।

তারা বলেন, একই গ্রামের বাসিন্দাদের ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে গেলে ভোটার তালিকা, নাগরিক সেবা এবং অন্যান্য সরকারি কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বহাল রাখা এবং ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির গেজেট বাতিলের জোর দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিজুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়। দাবি আদায় না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারি দেন বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দারা।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভ সংঘের সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিষয়ক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভ সংঘের উদ্যোগে “সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা জোরদারকরণে ভূমিকা” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে শহরের একটি স্থানীয় পত্রিকার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বসুন্ধরা শুভ সংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুল।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সামাজিক বিভেদ, গুজব ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা মো. ইয়াদুল মোমিন, মো. নাসের চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফিরোজা আহমেদ, শুকুর আলী, আক্তারুজ্জামান হীরা, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদ ইসলাম ও আসাদুজ্জামান রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনতাসির মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক রাফি হাসান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাকিব হাসান রুদ্র, অর্থ সম্পাদক সানোয়ার হোসেন, কর্ম ও পরিকল্পনা সম্পাদক আহমেদ হোসাইন, নারী বিষয়ক সম্পাদক মৌসুমী খাতুন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আজরা জামী বৃষ্টি, সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আলফিও তীর্থ বালা, ক্রীড়া সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসির ইউসুফ ইমন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক রাকিব হোসেন, আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক রোকনসহ কার্যনির্বাহী সদস্য অনিক ইসলাম, মোস্তফা জাবাল, উম্মে মুবাশ্বারা ইসলাম মুনিয়া ও সাকিব শেখ।

গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে সাড়ে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ ২ যুবককে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। শনিবার দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত সাঈদ খানের ছেলে মো: শাকিরুল ইসলাম(২৫) ও একই এলাকার সুরমান আলী মন্ডলের ছেলে ইকবাল হোসেন(২২)।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।এ সময় দু’জনের গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাদের তল্লাশি করা হয়।তল্লাশি করে তাদের নিকট থেকে ৩’শ ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।তাদের সাথে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।

বামন্দী ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ দু’জনকে আটক করে।এ সময় মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত তাদের নিকটে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।আটকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে জমি দখল, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে জোরপূর্বক বাড়ি ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভুগী বিএনপি কর্মী